

AQD = 4

1

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ :

(اهل السنة) এটি একটি যৌগিক শব্দ। তার মধ্যে একটি اهل অপরটি السنة। শব্দটির অর্থ হলো মালিক, অনুসারীবৃন্দ, আত্মীয় - স্বজন, বাসিন্দা, অধিবাসী, পরিবার ইত্যাদি। যেমন - আল্লাহ তা'আলা বলেন
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ -

আর السنة শব্দের অর্থ হলো , রীতিনীতি , আদর্শ , অভ্যাস ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ,

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

অর্থ: যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। সূরা ফাতির: ৪৩

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. প্রখ্যাত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন-

اهل السنة والجماعة القوم الصادقون هم الذين اتبع القرآن و سنة الرسول و سنة صحابته اجمعين
অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয় এমন সত্যপন্থি দলকে যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন, রাসূলের সুন্নত ও সকল সাহাবীদের রীতিনীতি অনুসরণ করে চলে।

২. প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে উইয়ান (র.) বলেন-

اهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حين ومكان
অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয় এমন এক দলকে যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নতকে অনুসরণ করে।

৩. কতক আলেম বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলা হয় মুসলমানদের ঐ দলকে যারা রাসূল ও তার সাহাবায়ে কেলাম (রা.) হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত পন্থায় ইষ্টেকামাত তথা অটল থাকে।

৪. কতিপয় আলেমের মতে, সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভবিষ্যত বাণীতে বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যেও বনি ইসরাঈলের ন্যায় বিভক্তি আসবে। **বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত হবে ৭৩ টি দলে বিভক্ত।** তন্মধ্যে একটি দলই মাত্র নাজাতপ্রাপ্ত হবে। এই দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা ঐ সব লোক যারা আকীদার ক্ষেত্রে আমি ও আমার সাহাবাদের রীতি ও নীতির অনুসরণ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিসৃত বাণী তাঁর মৃত্যুর পরই বাস্তবে রূপ নিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষ দিক হতেই রাজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বিভক্তি শুরু হয়। তারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী মৌলিক আকীদার মধ্যে তাদের কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায়। যার কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের রীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

তাদের অগ্রবর্তীরা হলো খারেজী, রাফেজী, কাদরিয়া, শিয়া, মুরজিয়া ও জাবরিয়া প্রভৃতি দল। ইসলামের সঠিক আকীদাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা ও যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে দেয়। ইসলামের এই ক্রান্তিকালে একদল হকপন্থি আলেমে দ্বীন রাসূল ও তার সাহাবীদের মতানুযায়ী কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক আকীদাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচারণার কাজ আরম্ভ করে। পাশাপাশি ভ্রান্তদের যুক্তি ও দাবি কুরআন হাদীসের আলোকে খন্ডন করেন। এ মনীষীদের মধ্যে চার মাজহাবের ইমাম, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম শা'বী, ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজের অধিকাংশই তাদের সমর্থন করেন।

বর্তমানেও গুটি কয়েক মুসলমান ব্যতীত সকলেই তাদের মতের অনুসারী। আর এরাই হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। যদিও ভ্রান্তরা তাদের মতাদর্শ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রচারণা করে এবং এটাকে সত্য বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল ও সঠিক পথ তো একটিই। কারণ এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা একটিই হয়। পক্ষান্তরে বক্র রেখা অনেকগুলো হতে পারে। অনুরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ একটিই।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

এটাই হচ্ছে আমার দেয়া সরল পথ। তোমরা এই সরল পথের অনুসরণ কর। এতদভিন্ন অন্য সকল ভ্রান্ত পথের অনুসরণ পরিহার কর। তা না হলে তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। সূরা আন'আম: ১৫৩

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা

নিম্নে যতগুলো আকীদা উল্লেখ করা হবে সবগুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলোর উত্থান ও তাদের বাতিল মতবাদ প্রচারণা প্রেক্ষিতে সঠিক আকীদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আকীদাগুলো তারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পেশ করে থাকেন।

১. আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ: তাওহীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ অত্যন্ত সচেতন মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানকারী একটি জামাত। তারা আল্লাহ তা'আলার একাত্বতার বিপরীতে কোনো উক্তি করতে অসম্মত। পক্ষান্তরে ভ্রান্তরা পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে।

২. হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ নবী। কেননা তিনি বলেছেন তার পরে কোনো নবী নেই।

৩. কুরআন আল্লাহর কালাম। তা সৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহর সিফাত বা গুণ।

৪. মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ। কারণ রাসূল (সা.) এর অনুমতি দিয়েছেন।

৫. শাফায়াত সত্য। হাশরের মাঠে রাসূল সা. আল্লাহর হুকুমে তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন।

৬. হাউজে কাউসার সত্য।

কেননা আল্লাহ বলেছেন- **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ**

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। সূরা কাউসার, আয়াত নং-১

৭. পরকালে জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সাথে দেখা দিবেন।

৮. কবরের আজাব ও মুনকার নাকীরের সওয়াল- জওয়াব সত্য।
৯. পুনরুত্থান, প্রতিফল দান, আমলনামা প্রকাশ, মীযান- পুলসিরাত সত্য।
১০. আল্লাহ তা'আলা সীমা বা পরিধির উর্ধ্বে।
১১. খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১২. আরশ কুরসী সত্য।
১৩. তাকদীর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। অন্য কারো থেকে নয়।
১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান। এটি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ভ্রান্তরা তা মানতে প্রস্তুত নয়।
১৫. রাসূল সা.- এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমান ও দ্বীনের অংশ। তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরি ও নিফাকের লক্ষণ।
১৬. বান্দা হলো কর্ম সম্পাদনকারী। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন মূলকর্মের স্রষ্টা।
১৭. কবীরা গুনাহকারীরা কাফের নয়; ঈমান হতে খারিজ বা বহিষ্কার তথা বেঈমান হয়ে যায় না। বরং তারা ফাসেক।
১৮. ধর্মীয় বিষয় অস্বীকার ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বা, জিহাদ করা যাবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কারী তায়েব সাহেব (র.) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে গুণাবলি সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের প্রত্যেকেই জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র একটি দল ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জানার জন্য আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে দলটি কোন দল? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে মত ও পথের উপর অটল থাকবো। তিরমিযী, ২৬৪১

হযরত সাহেবে মিদরাক (র.)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

এটাই হচ্ছে আমার দেয়া সরল পথ। তোমরা এই সরল পথের অনুসরণ কর। এতদভিন্ন অন্য সকল ভ্রান্ত পথের অনুসরণ পরিহার কর। তা না হলে তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। সূরা আন'আম: ১৫৩

সম্পর্কে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا طريق الرشدين والهداية فاتبعوه

অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি সরল রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি হলো সঠিক ও হেদায়েতের পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো। অতঃপর তার চারদিকে আরো ৬ টি রেখা একে বললেন, এগুলো হলো শয়তানের পথ; অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করো। আহমদ, ৪১৪২ (আকিদাতুত তাহাবী বাংলা ইসলামিয়া কুতুবখানা, পৃ : ২০- ২৩)